যুগান্তর

তারিখ ... 18 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ৩ ...

এমপিওভুক্তিতে তিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ঘুষ নেয়ার অভিযোগ

আবুল কাশেম কলেজের নাম তালিকা থেকে বাদ

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষিত নতুন এমপিওভুক্তির তালিকা প্রণয়নে নীতিমালার তিনটি ধারার সুস্পষ্ট লংঘন হয়েছে। এই তালিকায় প্রতিষ্ঠানের নাম অন্তর্ভুক্তির নামে ঘুষও লেনদেন হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর দফতরের দুই কর্মকর্তা যথাক্রমে পিআরও (জনসংযোগ কর্মকর্তা) ও এপিএস এবং একজন সিনিয়র সহকারী সচিব এই অবৈধ অর্থ লেনদেনের ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদের কাছে বেশ কয়েকজন এমপি এমন অভিযোগ করেছেন। সোমবার পর্যন্ত দু'শতাধিক সংসদ সদস্য এমপিও তালিকা সম্পর্কে মতামত এবং এমপিওকরণে নিজ নিজ এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অগ্রাধিকার তালিকা দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। সূত্র আরও জানায়, প্রধানমন্ত্রী ফেরার পরই তার কাছে এমপিদের মতামতের সারসংক্ষেপ পেশ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী চাইলে এমপিদের অভিযোগ তদন্তে কমিটিও গঠন করা হবে। এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে প্রকাশিত এমপিও তালিকার ১১৮ নম্বর ক্রমিকের

অভিযোগ : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

অভিযোগ : এমপিওভুক্তিতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

লালমনিরহাট জেলার সদর উপজেলার শহীদ আবুল কাশেম কলেজের (এইচএসসি-বিএম) নাম তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। এদিকে সংশোধিত এমপিওপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশ করা হবে বলে জানা গেছে। এ লক্ষ্যে শিক্ষা উপদেষ্টার দফতরে দিন-রাত কাজ চলছে। সোমবার সন্ধ্যায় আকস্মিক ব্যানবেইসে হাজির হন উপদেষ্টা। তিনি এমপিওর নতুন তালিকা এবং সারাদেশের পুরনো এমপিওভুক্ত ও এমপিওবিহীন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে খোঁজখবর নেন বলে সূত্র জানায়। সোমবার রাতে শিক্ষা উপদেষ্টা মে মাসের শেষ সপ্তাহে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের কথা জানিয়ে বলেন, সংসদ সদস্যদের মতামত এখনও আসছে। সবার মতামত ও অগ্রাধিকার তালিকা পাওয়ার পরই চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়নে বসা হবে। তবে এক্ষেত্রে চলতি বাজেটে বরাদ্দ অর্থ রাখার বিষয়টিও সামনে রাখা হবে। ড. আলাউদ্দিন আহমেদ জানান, নীতিমালা সামনে রেখে এমপিদের অগ্রাধিকার তালিকা, মন্ত্রণালয়ের গ্রেডিং, অ্যারেকটি সরেজমিন পরিদর্শন রিপোর্ট সমন্বয় করে নতুন তালিকা প্রণয়ন করা হবে। সরকারি আর্থিক ব্যবস্থা অনুযায়ী ১০ জুনের মধ্যে এই অর্থবছরে বরাদ্দ অর্থের হিসাব চূড়ান্ত করতে হয়। সে হিসেবে গত জুনে নতুন এমপিও প্রদানের খাতে বরাদ্দকৃত ১১২ কোটি ৩৫ লাখ টাকা ব্যয় দেখানোর একটি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। মূলত এই বিষয়টিকে সামনে রেখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও চলতি মাসের ৬ তারিখ গভীর রাতে এমপিওপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ করে। কিন্তু পরদিন সারাদেশে শিক্ষক-কর্মচারীদের বিক্ষোভ, মন্ত্রণালয়ে কতিপয় এমপিসহ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতাদের অসন্তোষ প্রকাশের ঘটনা বিশেষ করে মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রীর সহকর্মীদের তোপের মুখে পড়ায় বিষয়টি আলোচনায় আসে। মন্ত্রিসভা থেকেই প্রধানমন্ত্রী তালিকা স্থগিত করে তা পর্যালোচনার নির্দেশ দেন। আর এর দায়িত্ব দেন তাঁর (প্রধানমন্ত্রীর) উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদকে। সর্বশেষ ১৬ মে বিদেশ যাওয়ার প্রাক্কালে শিক্ষামন্ত্রীকে ফের এমপিও তালিকার ব্যাপারে জানতে চান প্রধানমন্ত্রী। এই অবস্থায় বিকালেই শিক্ষামন্ত্রী এমপিও সংক্রান্ত বিষয়াদি ও নথিপত্র উপদেষ্টার কাছে হস্তান্তর করেন। শিক্ষামন্ত্রী এ ব্যাপারে সোমবার বিকালে যুগান্তরকে বলেন, সময়মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অর্থ দিতে না পারলে সমস্যা হবে। আর যেহেতু শিক্ষা উপদেষ্টাও বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন, তাই সার্বিক বিষয় তাকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কত প্রতিষ্ঠান এমপিওপ্রাপ্ত হবে, তা এখন উপদেষ্টাই নির্ধারণ করবেন। সূত্রে জানা গেছে, এমপিরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যে অগ্রাধিকার তালিকা দিয়েছেন তাতে অনেকের তালিকায়ই ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট এবং মাদ্রাসা উপেক্ষিত ছিল। কিন্তু মন্ত্রণালয় তালিকা প্রণয়নকালে অর্থ মন্ত্রণালয় প্রদত্ত তালিকা অনুসরণ করেছে। এই তালিকায় স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি প্রতিষ্ঠানের কোন ধরনের কয়টি এমপিও দেয়া যাবে, সে নির্দেশনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা এ ব্যাপারে বলেন, এমপিদের মতামত অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়টি নীতিমালায়ই রয়েছে। তিনি বলেন, এমপিদের অগ্রাধিকার তালিকা, মন্ত্রণালয়ের গ্রেডিং, অ্যারেকটি সরেজমিন পরিদর্শন রিপোর্ট সমন্বয় করে তিনি নতুন তালিকা প্রণয়ন করবেন।

দু'শ এমপির মতামত : ১০ মে মন্ত্রিসভা থেকে এমপিওভুক্তির তালিকা পর্যালোচনার দায়িত্ব দেয়া হয় শিক্ষা উপদেষ্টাকে। ওইদিনই তিনি এমপিদের পত্র দেয়া শুরু করেন। সূত্রে জানা গেছে, ওই চিঠির জবাবে এ পর্যন্ত দু'শতাধিক এমপি জবাব দিয়েছেন। তাদের অনেকেরই মতামতে এমপিও নীতিমালার ১৩, ২৩ এবং ২৪ ধারা লংঘন করে এমপিও তালিকা প্রণয়নের বিষয়টি স্থান পেয়েছে। এছাড়া অগ্রাধিকার তালিকাকে গুরুত্ব না দেয়া, অযোগ্য প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি, ৫টি প্রতিষ্ঠান 'রিপিট' হওয়া, জেলাওয়ারী সমন্বয়হীনতা, কোন জেলায় একেবারেই না পাওয়া— এককথায় হটিনে যথেচ্ছারের অভিযোগ রয়েছে।